ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৭৬৪(আগরতলা, ১৭।২)
উদয়পুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

কৃষির উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কৃষিই ভারতের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণ সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। কৃষি হচ্ছে ভারতের আত্মা। দেশের বা রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এই উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হল কৃষক। রাজ্য সরকার কৃষক ও কৃষি কল্যাণে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আজ গোমতী জেলার কাকড়াবনে জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ডায়েট) প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী গোমতী জেলাভিত্তিক কিষাণ মেলা ও প্রদর্শনী-২০২০ এর উদ্বোধন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলি বলেন। এই মেলার উদ্যোক্তা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং কৃষি প্রযুক্তি সঞ্চালক সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সময় উপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কৃষকরা যাতে উন্নত ফসল ফলানোর মাধ্যমে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারে রাজ্য সরকার সেই দিশাতে কাজ করে চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন দপ্তরগুলি বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। সরকার প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করবে, কিন্তু বাস্তবায়িত করার জন্য সব অংশের জনগণের অংশগ্রহণ ও স্বত:স্ফুর্ত সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী। এই কাজে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া-এর মাধ্যমে কৃষকের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় ত্রিপুরার জন্য এক নতুন দিশা। বিগত অর্থ বছরে রাজ্যের ২ লক্ষ ২১ হাজার কৃষক এফ সি আই-এর কাছে ধান বিক্রয় করে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ২ হাজার হেক্টর কৃষি জমি জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ৩ হাজার হেক্টর জমি জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় আনা হবে। মৎস্যচাষে রাজ্যকে স্বয়ংভর করার লক্ষ্যে গোমতী জেলার কাকড়াবনে সুখসাগর জলাকে সংস্কার, ছোট ছোট পুকুর খনন ও সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে চারাপোনা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে মৎস্য উৎপাদনের পাশাপাশি রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এম জি এন রেগা প্রকল্পে আগের তুলনায় বর্তমানে অধিক শ্রমদিবস সৃষ্টি করে গ্রামীণ জনগণের কাছে আর্থিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় কাকড়াবন ব্লকে মোট ৩ হাজার ৮১৭ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীকে ৩ কিস্তিতে ৬ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত পরিবারে পাইপ লাইনে পরিস্রুত পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। এরজন্য রাজ্য সরকার অটল জলধারা যোজনা চালু করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাগুলি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

২য় পাতায়

তিনি আরও বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক বরাদ্দ পাওয়ার পর চলতি কাজগুলি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে। পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গান্ধীজির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম স্বরাজ অভিযান কর্মসূচি চলছে। তিনি বলেন, গ্রামের উন্নয়ন হলেই রাজ্যের উন্নয়ন হবে। রাজ্যের উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবে। আর দেশের উন্নয়ন হলে ভারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্য সরকার কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ শুরু করেছে। দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষই কৃষিজীবি। কৃষিই হচ্ছে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি, তাই কৃষির উন্নয়ন কৃষকের কল্যাণে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। কৃষকদের বিনামূল্যে সার, বীজ, ঔষধ প্রদানের পাশাপাশি ভর্তুকীতে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতিও কৃষকদের প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বন্ধু কেন্দ্রও খোলা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা, এম ডি সি জয়কিশোর জমাতিয়া, গোমতী জেলাশাসক ড: টি কে দেবনাথ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড: দেবপ্রসাদ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদ্মমোহন জমাতিয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত অতিথিগণ বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন এবং জেলার কৃষকদের পুরস্কৃত করেন এবং মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্ড বিতরণ করেন। সন্ধ্যায় প্রতিদিন চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

******